গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন (১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অংশগ্রহণে (Stakeholders) অবহিতকরণ সভার রেকর্ড নোটস:

সভাপতি	:	কাজী এনামুল হাসান এনডিসি, মহাপরিচালক (সচিব)
সভার তারিখ	:	১৩ মার্চ, ২০২৫
সময়	:	সকাল ১০.০০ টায়
স্থান	:	বোর্ডের সভাকক্ষ,
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-"ক"

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মতবিনিময় সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভায় বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫ এর ১.৩ নং ক্রমিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ৪টি সভা আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশিকা ২০২৪-২৫ অনুযায়ী ৪টি সভার মধ্যে ৩য় সভা আজ আয়োজন করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক বিভিন্ন দপ্তর হতে আগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোর্ড হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (সিস্টেম এনালিস্ট)-কে অনুরোধ জানান। তিনি নিম্নবর্ণিতভাবে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম উপস্থাপন করেন:

(ক) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান:

জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান কেন্দ্রীয়ভাবে শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়। অসামরিক কাজে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিজের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য চাকরি জীবনে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। বোর্ডের ৩৯তম সভায় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান ২ লাখ হতে ৩ লাখ বৃদ্ধির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

এছাড়া জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের আবেদন ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে URL: https://eservice.bkkb.gov.bd/complex ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ডাউনলোডপূর্বক প্রিন্ট করে চিকিৎসা প্রদানকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রত্যয়ন (স্বাক্ষর ও সীল), অফিস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর, সীল, স্মারক নম্বর, তারিখ প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিস ফরোয়ার্ডিং এর মাধ্যমে আবেদনের হার্ডকপি মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর প্রেরণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(খ) সাধারণ চিকিৎসা অনুদান:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) একবার সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। এ অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা। BEFTN পদ্ধতিতে অনুদানে আর্থিক কার্যক্রম নিশ্চত করা হয়। কর্মচারী নিজে আমৃত্যু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কর্মচারীর বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত এ অনুদান পেয়ে থাকেন। ১ জানুয়ারি, ২০২৫ হতে সারা দেশে একযোগে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদানের Online System বাস্তবায়ন করা হয়েছে। URL: https://eservice.bkkb.gov.bd/general ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও ডাউনলোডপূর্বক প্রিন্ট করে অফিস কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর, সীল, স্মারক নম্বর, তারিখ প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিস ফরোয়ার্ডিং এর মাধ্যমে আবেদনের হার্ডকপি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়য়ে প্রেরণ কার্যক্রমটি চালু করা হয়েছে। বোর্ডের ৩৯তম সভায় সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ৪০ হাজার হতে ৬০ হাজার বৃদ্ধির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(গ) মাসিক কল্যাণ অনুদান:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মরত কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে অথবা কোন কর্মচারী অক্ষম হলে সে নিজে অথবা কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনের) বছর বা কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর সর্বোচ্চ ১০ বছর যা আগে আসে সে সময় পর্যন্ত মাসিক সর্বোচ্চ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে মাসিক কল্যাণ অনুদান সেবার মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে ইএফটিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। সারাদেশে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদানের আদেশনামা কার্ডের পরিবর্তে সফটওয়্যারে জেনারেটকৃত আদেশ জারিপূর্বক সেবাগ্রহীতাগণকে সরবরাহ করা হবে। সেবাগ্রহীতাগণকে সরকারি পেনশন প্রদান ব্যবস্থার ন্যায় প্রতি ১০ মাস পর ১১তম মাসে ব্যাংকে

CamScanner

উপস্থিত হয়ে "লাইফ ভেরিফিকেশন" সম্পন্ন করবেন। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://sss.bkkb.gov.bd/। বোর্ডের ৩৯তম সভায় মাসিক কল্যাণ অনুদান ২ হাজার হতে ৩ হাজার বৃদ্ধির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(ঘ) যৌথবীমা অনুদান:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চাকরিরত/পিআরএল অবস্থায় কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী কর্তৃক Online System এ আবেদনের প্রেক্ষিতে EFT এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা প্রদান করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://sss.bkkb.gov.bd/। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে। বোর্ডের ৩৯তম সভায় যৌথবীমার এককালীন অনুদান ২ লাখ হতে ৩ লাখ বৃদ্ধির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(ঙ) দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান:

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্মচারীকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এ সেবার জন্য Online System এ আবেদন করতে হয় এবং অনুদানের অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://sss.bkkb.gov.bd/। বোর্ডের ৩৯তম সভায় দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ৩০ হাজার হতে ৫০ হাজার বৃদ্ধির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন পাওয়া যায়।

(ঙ) শিক্ষাবৃত্তি:

(১) ১৩-২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীর (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) অনধিক দুই সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার Online System এ EFT এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বছর অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ অনুপাতে শিক্ষাবৃত্তির হার নির্ধারণপূর্বক অনুদান প্রদান করা হয়। শিক্ষাবৃত্তির গড় অনুদানের পরিমাণ প্রতি অর্থবছরে ৩,০০০/- টাকা হতে ৫,৫০০/- টাকা। অনলাইনে আবেদনের লিংক: http://eservice.bkkb.gov.bd/)। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,১১,৬৮৪ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য শিক্ষাবৃত্তির মোট ৮১,৯৯০টি আবেদন পাওয়া যায়।

(২) অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর অনধিক দুই সন্তানকে ৯ম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে Online System এ EFT এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২৬তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হারে নবম/দশম শ্রেণি-মাসিক ২০০/-, একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি- মাসিক ৩০০/-, স্নাতক/সমমানের শ্রেণি- মাসিক ৪০০/- এবং স্নাতকোত্তর/ সমমানের শ্রেণি- মাসিক ৫০০/- হারে বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: http://eservice.bkkb.gov.bd/ । ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,২৩১ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য শিক্ষাবৃত্তির মোট ৮৮১ টি আবেদন পাওয়া যায়।

(চ) স্টাফবাসের টিকেট প্রদান:

ঢাকা মহানগরী ও বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও জেলা পর্যায়ে রাঙ্গামাটিতে স্টাফবাস কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে বোর্ডের নিজস্ব ৪৭টি এবং বিআরটিসি হতে ৪৪টি গাড়ি ভাড়া করে মোট ৯১টি গাড়ি দ্বারা প্রায় ৭০০০ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সময়মত অফিসে আনা-নেয়া করা হচ্ছে। বড়বাসে ভাড়ার পরিমাণ কিলোমিটার প্রতি ০.৬২৫ টাকা এবং মিনিবাসে ভাড়ার পরিমাণ কিলোমিটার প্রতি ১.২৫ টাকা। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://eservice.bkkb.gov.bd/eticketing/

(ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান:

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল মহিলাদের ঢাকার মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে ০৩ মাস মেয়াদে স্বল্পমূল্যে (৫০০/- এবং ১,০০০/-) বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে যে সকল কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে তন্মধ্যে কম্পিউটার ব্যসিক কোর্স, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন, কনফেকশনারি, বিউটিফিকেশন, কাটিং ও সেলাই, ব্লকপ্রিন্ট, এমব্রয়ডারি, ফ্যাশন ডিজাইন ও ক্যাটারিং উল্লেখ্যযোগ্য।

(জ) কল্যাণ ডেস্ক চালু:

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত/ অবসরপ্রাপ্ত অসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ থেকে আগমন ও বর্হিগমনের সহায়তা সর্ভিস পরিচালনার জন্য টার্মিনাল-১ এর ভিতরে ১নং গেইট এর ২য় তলায় ১৪০ বর্গফুট জায়গায় কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২৩/০৫/২০২৪ তারিখে কার্যাদেশ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত কার্যাদেশে মোতাবেক ২৭/৬/২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী

CamScanner

কল্যাণ বোর্ডের ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। বিমানবন্দরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন কে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২৫ হতে সেবা চালু হতে পারে মর্মে অতিরিক্ত মহাপরিচালক সকলকে অবহিত করেন।

(ঝ) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গৃহীত ব্যবস্থা:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়;

(খ) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সেবাবক্সে নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করা হয়;

(গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং প্রতিবেদনসমূহ নির্ধারিত সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(ঞ) তথ্য অধিকার:

(ক) তথ্য অধিকার সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়;

(খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা আছে;

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে প্রাপ্ত আবেদন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

(ট) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একজন এপিএ টিম লিডার পরিচালক (প্রশাসন) ও একজ এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (সিনিয়র প্রোগ্রামার) সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন। এছাড়া মাসিক সমন্বয় সভায় এপিএ কার্যক্র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সর্বোপরি প্রতি তিন মাস অন্তর এপিএ'র ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রের করা হয়।

(ঠ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেন চার্টার:

(ক) সেবা প্রদান বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমন্বয়ে সভা ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে;

(খ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

(গ) প্রশাসন ও আইসিটি শাখা হতে সিটিজেন চার্টার এর উন্নয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও হালনাগাদকরণ করা হয়।

(ড) ডি-নথি:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড - ই-নথি ব্যবস্থাপনা হতে ডি-নথিতে (ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক মাইগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ এর কর্মসম্পাদন সূচ [৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত এর অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৮০% নির্ধারিত আছে। ডি-নথি এর ব্যবহার বিষয়ে প্রধা কার্যালয় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় আরো জানানো হয় যে, বোর্ডের ৮টি বিভাগীয় কার্যালয়কে ডি-নথি কার্যক্রমের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়গুলোর অফিস এডমিন তৈরি করে দেয়া হয়েছে। বিভাগে কর্মরত সক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ডি-নথি আইডি তৈরি করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভাগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতি বিভাগে ডি-নথি কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(ঢ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS):

(ক) APA -তে নির্ধারিত GRS সংক্রান্ত সভা নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;

(খ) GRS কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে;

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে;

(ঘ) GRS সংক্রান্ত সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। অনলাইনের অভিযোগ দাখিল হলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব:

মতবিনিময় সভায় আগত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন ও মতামত প্রদান করেন:

১। জনাব হাসান মাহমুদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভি কর্তৃক পরিচালিত স্টাফবাসের মাসিক ভাড়া iBas++ এর মাধ্যমে কর্তন করার বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আ বলেন যে, প্রতি মাসের ভাড়া পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করলে জরিমানা হিসেবে ১০/- টাকা প্রদান করতে হ এতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) জানান যে, iBas++ সফটওয়্যারটি অর্থ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধী সরকারের গণকর্মচারীর বেতন ভাতাদিসহ আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার। বোর্ডের স্টাফবাসে

সুবিধাভোগী যাত্রীগণ প্রতিনিয়ত বদলিজনিত কারণে রুট পরিবর্তন এবং টিকেট বাতিল করে থাকেন বিধায় স্টাফবাসের টিকেটধারী কর্মচারীর স্টাফবাসের ভাড়া পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও পরিশোধ/কর্তন iBas++ সফট্ওয়্যার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয় মর্মে সভায় মতামত প্রকাশ করেন। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া পরিশোধের বিষয়ে বোর্ড হতে ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ করা হয়।

২। জনাব মোঃ আরিফ পরাগ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা, বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ৩ মাস থেকে ৬ মাস করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান যে, চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়। সেক্ষেত্রে বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস হলে প্রশিক্ষণার্থীগণ চাকরিতে নিয়োগের আবেদনের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর ভুমিকা পালন করবে। এতে অনেকেই প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হবেন। এ বিষয়ে সভায় সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এটি একটি ভালো প্রস্তাব, কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস থেকে ৬ মাস উন্নিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। জনাব মাজহারুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা সভায় জানান যে, দেশে হরতাল সমাবেশ চলাকালীন সময় বিআরটিসি কর্তৃক ভাড়াকৃত বোর্ডের স্টাফবাসগুলো চালু থাকে কিন্তু বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্তৃক পরিচালিত স্টাফবাসগুলো হরতাল সমাবেশ চলাকালীন সময় বন্ধ রাখা হয়। এতে যাত্রীদের অফিসে যাতায়াতে ভোগান্তিতে পরতে হয়। এক্ষেত্রে বোর্ডের নিজস্ব স্টাফবাসগুলো বন্ধ না রাখার জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) জানান যে, বোর্ডের স্টাফবাসগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে হরতাল/সমাবেশের সময় গাড়ি বন্ধ রাখা হয়। বিগত বিভিন্ন আন্দোলনের সময় স্টাফবাসগুলো চালু রাখা হলে বেশ কিছু বাস পুড়িয়ে দেয়া হয়। এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সরকারি সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে হরতাল/সমাবেশ চলাকালীন সময়ে স্টাফবাস চালু রাখা সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ে যাত্রীগণকে তাৎক্ষণিক ক্ষুদেবার্ত প্রদানের মধ্যমে অবহিত করা হয়।

৪। জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিবারের সংজ্ঞার সাথে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিবারের সংজ্ঞার মিল নেই। বোর্ডের পরিবারের সংজ্ঞায় শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি উল্লেখ নেই। পরিবারের সংজ্ঞায় শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি সংযুক্ত করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভায় সভাপতি জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে বোর্ডের পরিবারের সংজ্ঞায় শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকে সংযুক্ত করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। আইন অনুমোদিত হলে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৫। জনাব মাওদুদ হাসান, সহকারী প্রোগ্রামার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বোর্ডের সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ পরিচালনার জন্য যথাযথ জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মতামত পেশ করেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারের অসামরিক কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণকে যৌথবীমা, মাসিক কল্যাণ, দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি, স্টাফবাস সার্ভিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কমিউনিটি সেন্টার এর সেবা প্রদান করে থাকেন। উক্ত সেবাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) জানান যে, জনবল বৃদ্ধির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। পরিশেষে সভায় নিম্নরূপভাবে সুপারিশ করা হয়:

i. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ৩ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

ii. বোর্ড প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের অফিসগুলোতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

iii. প্রতি মাসে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করতে হবে;

iv. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হলে বোর্ডের পরিবারের সংজ্ঞায় শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকে সংযুক্ত করার বিষয়টি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

v. চিকিৎসা অনুদানের আবেদনে আবেদনকারী জাল জালিয়াতির আশ্রয় না নিতে পারে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

৭। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)	উপপরিচালক(প্রশাসন)	পরিচালক(প্রশাসন)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক

E:\Jashim\জাতীয় শুদ্ধাচার\সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক অংশীজনের সমন্বয়ে প্রতিনিধি সভা\NIS stake meet Record notes 13-03-25.doc

CamScanner